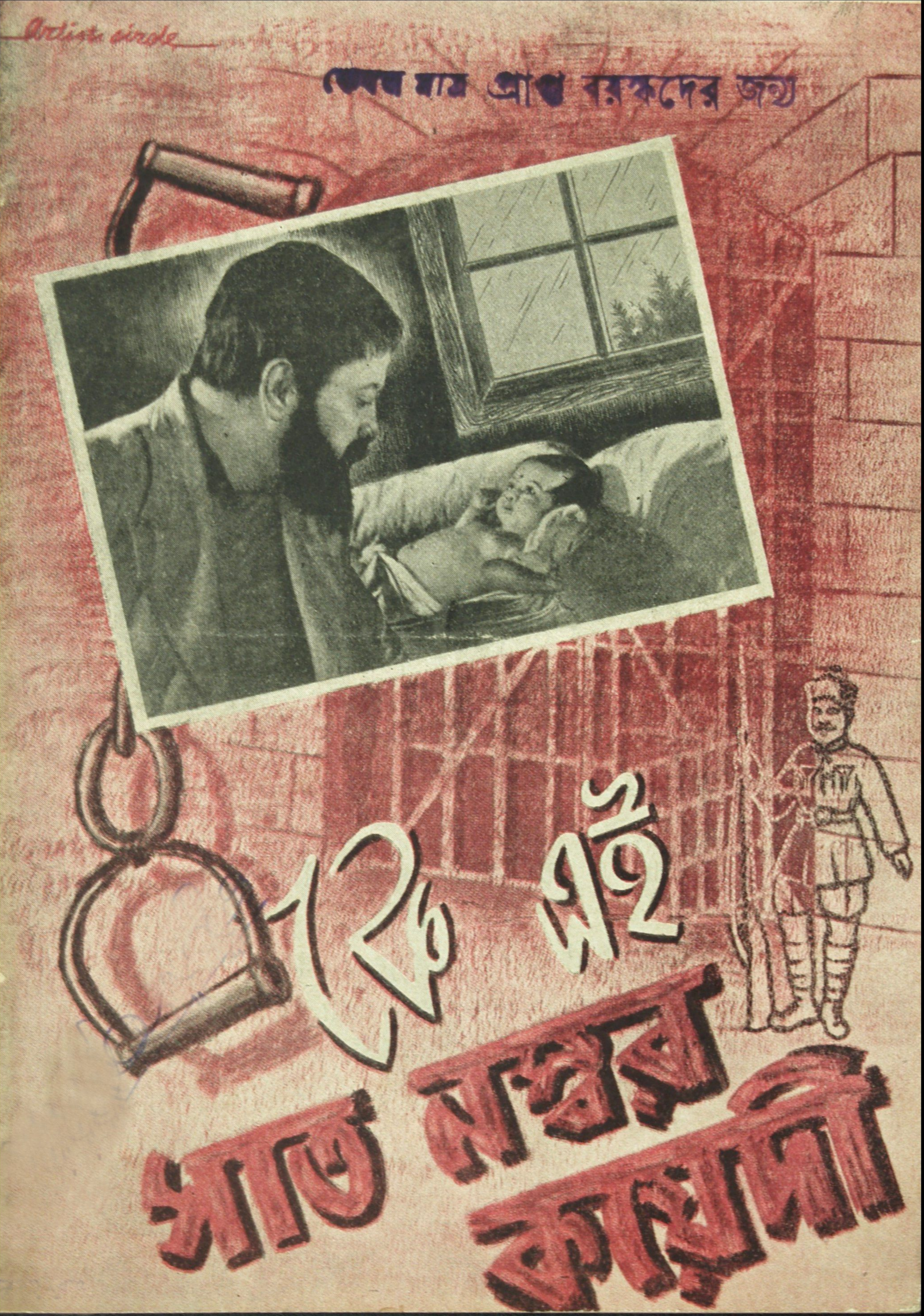
Artist circle
কেবল মাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য
সে এই
সাত নম্বর
কয়েদী

এস-এম-প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

সাত নম্বর কয়েদী

অন্ধকার এক ভাঙ্গা বাড়ি। সদ্য-মৃতা এক নারী।

মুহূর্তের জন্যে ইতস্ততঃ করে সত্যকিঙ্কর। জেল থেকে বেরিয়েছে এইমাত্র সে। দাগী কয়েদী; মৃতা নারীর হাত থেকে খুলে নিলো সোনা বাঁধানো লোহাগাছা। চলে যাবার মুখে কেঁদে উঠলো বাচ্চা মেয়ে একটা। তিনবার চেষ্টা করল সত্যকিঙ্কর সরে পড়বার। তিনবারই সেই মেয়ে যেন বুঝতে পেরেই কেঁদে উঠলো। তারপর বিপ্লব ঘটে গেলো সত্য-কিঙ্করের মনে কোথায়। কোলে তুলে নিতে হোলো যাকে, তাকে কি আর সে কোনদিন নামিয়ে দিতে পারবে ?

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সত্যকিঙ্কর যে সোজা গিয়ে সেই অন্ধকার ভাঙ্গা বাড়িতে ঢুকেছিলো, সে প্রাণ বাঁচাতে। জেলে থাকবার সময়েই তারই মত বন্দী অরুণ মিত্র বলে একটি লোক জেল থেকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং পুলিশের গুলীতে মারা যায়। মারা যাবার আগে হাসপাতালে সত্যকিঙ্করের হাত ধরে সে মিনতি জানিয়ে যায় "আমার স্ত্রী আর মেয়ের ভার তোমায় দিয়ে গেলাম, সাতনম্বর কয়েদী !"

সাত নম্বর কয়েদী জানলো না যে অরুণ মিত্রের স্ত্রীর ভার আর নিতে হোল না, নিজের ভার সে হাল্কা করে চলে গেছে। কিন্তু মেয়ে! সত্যকিঙ্কর এক জেল থেকে বন্দী হোল আরেক জেলে। হাতকড়ার বন্ধন থেকে এবারে মায়ার বন্ধন।

সত্যকিঙ্করের আস্তানায় ফিরে এসে আরেক কেলেঙ্কারী। বস্তীর মেয়ে বিনোদিনীর হাতে বাচ্চাকে তুলে দিয়ে সত্যকিঙ্কর বল্লে, "আজ থেকে তুই মা হলি বিনু !"

বিনোদিনী ঝাঁঝিয়ে উঠলো, বল্লে···। যা বল্লে তা বস্তীর মেয়ে বলেই বলতে পারলে আর সত্যকিঙ্কর সতেরোবার জেল খাটা বলেই তা চুপ করে শুনতে পারলে।

পরিচালনা
সুকুমার দাশগুপ্ত

কিন্তু পুলিশ এসে যেদিন হানা দিলে বিনোদিনীর বাড়ীতে, সেদিন কোথায় গেল বিনোদিনীর ঝাঁঝ! বল্লে একটু সরে যাও না তোমরা, মেয়েটা কাঁদছে যে, দুধ দিতে হবে না—বলে সত্যি সত্যি বুকের কাছে মুখটা গুঁজে দেয় মেয়ের।

পুলিশ চলে যায়। নিজের মেয়ে না হলে কেউ বুকের দুধ দিতে পারে ?

তবু গোলমাল বাধলো। মেয়ে বড় হচ্ছে, আর সত্যকিঙ্কর ভাবছে বিনোদিনীর পরিচয় মেয়ের গায়েও যদি এঁটে যায়, তাহলে! তাছাড়া সত্যকিঙ্করের নিজের পেশাও ত বলবার নয়। বস্তীর এই আবহাওয়ায় কেমন করে বড় হবে মেয়ে? বিনোদিনীকে মনের আভাস দেওয়া মাত্র ফোঁস করে উঠলো সে। আহত সাপের মত গজরে উঠলো। সব চেয়ে যে জায়গাটা নরম, দাগ বসিয়ে দিয়েছে সেখানেই সত্যকিঙ্কর।

গীতিকার

চিত্রশিল্পী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রধান যন্ত্রশিল্পী
বঙ্কু রায়	কর্মসচীব	সরোজ মিত্র
শব্দযন্ত্রী	কমল মুখোপাধ্যায়	রসায়নাগারাধ্যক্ষ
সত্যেন দাশগুপ্ত	ব্যবস্থাপক	উমা মল্লিক
সমর বসু	শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	যন্ত্রীসঙ্ঘ
শব্দ-পুনরানুলেখন	সমর সেন	ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
মধু শীল	রূপসজ্জা	দৃশ্য সজ্জা
শিল্প-নির্দেশক	নিতাই সরকার	ডি. এস. পিলাই
সত্যেন রায় চৌধুরী	বসন্ত দত্ত	রবি ঘোষ
		তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ
স্থির চিত্র		দেবু মণ্ডল
গীতাঞ্জলি স্টুডিও		ধীরেন দাস

রচনা
মনি বর্মা

জীবনের মত পেছনের পরিচয় পেছনে ফেলে রেখে সত্যকিঙ্কর এগিয়ে গেলো, মেয়েকে নিয়ে। অভিমানে ফুলতে লাগলো বিনোদিনী, তবু কিছু বলতে পারলো না সে।

নতুন করে জীবন আরম্ভ করে, নোতুন করে লজ্জা পেলো সত্যকিঙ্কর। অরুণা, তার সেই বাচ্চা মেয়ে এতদিনে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। টিফিন নিয়ে গেছে সেখানে সত্যকিঙ্কর। চাকর বলে ভুল করেছে তাকে মেয়েরা। চেহারা পাল্টে ফেলে সত্যকিঙ্কর। সেলুনে গিয়ে বিসর্জন দিলে দাড়ি। চোরাবাজারে জামা-কাপড়ে সাহেব সেজে দেখা করল থানার বড়বাবুর সঙ্গে। চাকরী চায় সে। সৎভাবে জীবিকার্জনের উপায় করা চাইই তার। রত্নাকর হতে চায় বাল্মীকি।

থানার বড়বাবুর সুপারিশে ক্যানভ্যাসারের কাজ পায় সত্যকিঙ্কর। 'সুরধুনী'—অত্যাশ্চর্য তেলের এজেন্ট সে। কমিশনের হার দ্বিগুন।

সত্যকিঙ্করের জীবনে পয়সা দিয়ে যে তার তেল প্রথম কিনলে, সত্যকিঙ্কর তার হাত থেকে পয়সা নেবার সময় দেখলে সে বিনোদিনী। এতদিনে অভিমানের বরফ ভেঙ্গে অনুরাগের স্নেহধারা নামলো দাগী কয়েদীর মনে আর বস্তীর মেয়ে বিনোদিনীর হৃদয়ে।

সুখের চরম মুহূর্তেই বিষাদের পদধ্বনি। পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল তাকে, চুরি হয়েছে সত্যকিঙ্করের পাশের বাড়িতে। প্রতিবাদে ফল হল না। সতেরোবার জেল খেটেছে সে; যেখানেই চুরি হোক, প্রথম ডাক পড়বে তারই। বিনোদিনী পৌছে দিলে খবর সত্যকিঙ্করের বাড়ীতে, ফিরতে একটু দেরী হবে তার।

সন্ধ্যেবেলায় ছাড়া পেলো সত্যকিঙ্কর। চোর ধরা পড়েছে মাল সমেত। বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল মানুষের বিধাতাকে নয়, মানুষকেই। তার চরম প্রশ্ন। সত্যকিঙ্কর একজন দাগী চোর—এই পরিচয় ছাড়া সে কি কারুর মনে আর কোন দাগই কাটতে পারবে না কোনদিন?

জহর গাঙ্গুলী
মলিনা দেবী
অভিনীত

———

সম্পাদক
কমল গাঙ্গুলী

: একমাত্র পরিবেশক :
ছায়াবাণী লিঃ
৭৭, ধর্মতলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১৩

সাত নম্বর কয়েদীর

স্বরধুণী নয় ত নদী
ধন্বন্তরি তেল,
যেথা যমে টানে সেথায় হানে
যমের বুকেই শেল
দাদা গো, নিজের চোখেই যাও দেখে এই
ভানুমতীর খেল।
এক শিশিতেই ব্যাধি বালাই
হাঁক ছেড়ে কয় পালাই পালাই
সারবে ব্যামো যে গতিতে ছোটে তুফান
মেল
দাদাগো, নিজের চোখেই যাও দেখে এই
ভানুমতীর খেল।
রাখলে ঘরে একটি শিশি
হাসেন দেঁতো খুড়ো বেতো পিসি
আর গয়না চাওয়ার বায়না ভুলে
ভাঙ্গে মানের দেল
ভাঙ্গে বৌয়ের মানের দেল।
মূল্য যে এর এক আধুলি
দাদা গো, যাওনা নিয়ে এই মাদুলি
আর এমন সুযোগ ছাড়া মানেই
একটুতে ট্রেন ফেল।

——

এই মালা যে চাও
তুমি এই মালা যে চাও
কি দাম দেবে নেবার আগে
একটু ভেবে নাও।
তুমি একটু ভেবে নাও
এ মালা চাই যে দিতে
তুমি কি পারবে নিতে ?
নেবে ত দামটা আগে দাও।
নেবে কি নেবেনা তা
একটু ভেবে নাও
তুমি একটু ভেবে নাও
এ মালা আমারই থাক
কি লাভ তোমার দিয়ে
আমি তবু থাকব খুশি
গন্ধটুকু নিয়ে,
তার গন্ধটুকু নিয়ে
আকাশে যে চাঁদ জাগে
দূরে তা' ভালই লাগে
তারে কি চাইলে কাছে পাও ?

——

সঙ্গীত
কালিপদ সেন

আজি এই সন্ধ্যায়
বল ত' কি মন চায়
চল ঐ বনছায় যাইগো,
যে কথাটি মরমে
জেগে আছে সরমে
তোমারে শোনাতে কাছে চাইগো।
গুণগুণ অলি গায় কলি তাই ফুটল
পরাণের বাঁশিটি যে সুরে ভ'রে উঠল
আনন্দ দিল দোল
অনুরাগ হিল্লোল
তুমি শোন আমি গান গাইগো।
পাশাপাশি আজ মোরা জেগে রব দুজনে
মুখরিত হবে প্রেম শপথের কূজনে
জেগে রব দুজনে,
তুমি আছ পাশে তাই সবই ভাল লাগে
আজ
ভুবন ভরিয়া যেন বসন্ত জাগে আজ
এই শুভ লগনে
চাঁদ জাগে গগনে
তুমি ছাড়া কেহ মোর নাইগো।

——

ভূমিকায়

ছবি বিশ্বাস, কমল, কানু, সমর, মিহির, ভানু, ছবি রায়, স্বর্গতা প্রভা, রাজেশ্বরী, বিজয় বসু, শ্যাম লাহা, অনিল, আদিত্য, গণেশ, আশা দেবী, শরৎ, তপেন, শিবু মুখো, সিদ্ধেশ্বর, নকুল, মঞ্জুলা ও

স্বচিত্রা সেন

অরোরা স্টুডিওতে গৃহীত

সহকর্মী

পরিচালনায় :	নীতিশ রায় বিমল শী বিজয় বসু
চিত্র শিল্পে :	বিজয় গুপ্ত, বিজয় রায়
শব্দ-যন্ত্রে :	অনিল দাশ-গুপ্ত, আশীষ মিত্র
সম্পাদনায় :	পঞ্চানন চন্দ্র, প্রণব ঘোষ
রসায়নাগারে :	রমেশ ঘোষ, অনিল মুখো, সুধাংশু বন্দ্যো, গোপাল ঘোষ, হারাধন দাশ, স্বরেন জানা

ছায়াবাণী লিঃ এর পক্ষ হইতে প্রচার সচিব দীপ্তেন্দ্র কুমার সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া, ৩।২, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা ৪, হইতে মুদ্রিত।